ছাত্রদল পুনর্গঠন মিশনের ছয় টিমই মাঠ পর্যায়ের মস্তান-নেতাদের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পুনর্গঠন মিশনের অংশ হিসাবে দেশের ছয়টি বিভাগে সফররত ছয়টি টিম মাঠ পর্যায়ের মস্তান-নেতাদের চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। সফরকালে অধিকাংশ জেলায় প্রচণ্ড উত্তেজনা, পরস্পরবিরোধী মিছিল ও শক্তি প্রদর্শন, এমনকি বিবদমান বিভিন্ন গ্রুপের সংঘাত ও সশস্ত্র মহড়ার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের। পরিস্থিতি যাই হোক, যে কোনভাবে নির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেরার জন্য ছয়টি টিমকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব-১ তারেক রহমানের নেতৃত্বে ছাত্রদল পুনর্গঠন মিশন শুরু হয়েছে।

আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ছাত্রদলের সকল ইউনিটের সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় সম্মেলন সম্পন্ন করে নতুন নেতৃত্বের নিকট দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে এ মিশনের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হবে।

ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং নবগঠিত কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত ছয়টি টিম বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ৬৪টি জেলা সফরে রয়েছে। জনকণ্ঠের স্থানীয় সূত্রগুলো বিভিন্ন জেলায় ছাত্রদল পুনর্গঠন তৎপরতাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ছয়টি টিমের উপস্থিতিতেই স্থানীয় নেতাদের পরস্পরবিরোধী মিছিল ও শক্তি প্রদর্শন, বিবদমান বিভিন্ন গ্রুপের সংঘাত ও সশস্ত্র মহড়ার খবর দিয়েছে। যশোর সার্কিট হাউসে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে পাঁচ জন আহত হয়েছে।

মুখোমুখি হচ্ছে সংঘাত ও সশস্ত্র মহড়ার

চট্টগ্রামে তিন গ্রুপ সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে। চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, যশোর, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় সহিংসতা এড়াতে সফররত টিমগুলোকে স্থানীয় বিবদমান গ্রুপগুলোর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে বসতে হয়েছে। প্রতিটি বৈঠকেই বিভিন্ন গ্রুপ নিজেদের 'প্রকৃত ছাত্রদল', 'গত পাঁচ বছর ছাত্রদলকে ধরে রাখার কৃতিত্বের দাবিদার' এবং 'নেতৃত্বের প্রকৃত হকদার' বলে দাবি করছে। এসব গ্রুপিংয়ের পিছনে মূল দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কোন কোন নেতা ও মন্ত্রী-এমপির পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে। চট্টগ্রামে তিন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও মীর নাসির, রাজশাহীতে মেয়র মিজানুর রহমান মিনু ও এমপি কবির হোসেন, খুলনায় মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান ও হুইপ আশরাফ হোসেন, নারায়ণগঞ্জে বিআরটিসির চেয়ারম্যান তৈমুর আলমপন্থী ছাত্রদল ও জাকির খানপন্থী ছাত্রদল, মানিকগঞ্জে চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনপন্থী ছাত্রদল ও মন্ত্রী মুন্নুপন্থী ছাত্রদল দেশের বিভিন্ন জেলায় ছাত্রদলের বিপুল গ্রুপিংয়ের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

জেলা পর্যায়ে সফররত কয়েকটি টিমের কয়েকটি সূত্র বলেছে, ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মতো সংগঠনে গ্রুপিং থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে গত সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদলের গ্রুপিং বেড়েছে। মূলত স্থানীয় পর্যায়ের আধিপত্য বজায় রেখে টেন্ডার বাগানো, ব্যবসাবাণিজ্য ও চাঁদাবাজির উৎসগুলো নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে গ্রুপিং বাড়তে থাকে। আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন গ্রুপিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ছাত্রদলের স্থানীয় পর্যায়ের অনেক নেতা এ দু'টি নির্বাচনের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় 'ফ্যাক্টর' হিসাবে বহাল হতে চায়।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে অছাত্র ও ক্যাডার নেতাদের হাতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তুলে দেয়ায় ছাত্রদলের চেন অব কমান্ডে ধস নামে। চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা বিএনপি ও সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ক্যাডার-নেতারা মস্তানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সরকার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হলেও ক্যাডারদের মস্তানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি বন্ধ হয়নি। তাদের বাড়াবাড়ির মুখে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনে 'প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার' কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণার পরপরই সম্ভাব্য শূন্যতা পূরণের জন্য জামায়াতে ইসলামীর হাইকমান্ড ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দ্রুত পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিবিরের আগ্রাসী তৎপরতার মুখে ছাত্রদলের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র ক্যাডাররা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে পরিস্থিতি সংঘাতময় হয়ে ওঠে। শিক্ষাঙ্গনে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও নিয়ন্ত্রণহীনতার মুখে বেগম জিয়া ছাত্রদলকে দ্রুত পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের স্থগিতকৃত কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি বিলুপ্ত করে দু'টি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। তরুণ, অবিবাহিত ও প্রকৃত ছাত্রদের সমন্বয়ে নতুন কমিটি গঠনের কথা ইতোপূর্বে বলা হলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কমিটিগুলোয় ঠাঁই পাওয়া অনেকেই অছাত্র, অনিয়মিত ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং বিবাহিত। নবগঠিত কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির গঠন-বিন্যাস সারা দেশে বিএনপি ও ছাত্রদলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ছাত্রদলের চলমান পুনর্গঠন মিশনে সম্পৃক্ত একটি সূত্র অবশ্য ছয়টি টিমের বিভিন্ন জেলা সফরকালে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু সমস্যা হওয়ার কথা স্বীকার করে বলেছে, এ ধরনের পরিস্থিতি হতে পারে, এটা আগেই ধরে নেয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী প্রতিটি টিমকে ব্রিফ করা হয়েছে। প্রয়োজনে এসব টিম তারেক রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শ নিচ্ছে। টিমগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রুপিং নিরসন করতে, যেসকল স্থানে কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সেসব স্থানে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের ব্যবস্থা নিতে। বিশেষ করে ছাত্রদলের স্থানীয় ইউনিটগুলোর নেতৃত্বে যারা আছে তারা বিবাহিত ও অছাত্র কিনা, সন্ত্রাসে জড়িত কিনা, সেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। সম্ভাব্য বিকল্প নেতত্ব সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এসব তথ্য সংগ্রহের জন্য টিমগুলো বিশেষ ফরম ব্যবহার করছে। ছয়টি টিম গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ছয়টি বিভাগের বিভিন্ন জেলা সফর করছে। সফর শেষে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে টিমগুলো ঢাকায় ফিরবে। এরপর প্রতিটি টিম তিন দিনের মধ্যে নিজেদের রিপোর্ট তৈরি করবে। আগামী ১ অক্টোবরের মধ্যে এসব রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনর্গঠন মিশনের পরবর্তী ধাপ বাস্তবায়ন শুরু হবে।